

## সহযোগিতার ক্ষেত্র

---

- বিমসটেকের প্রথম সম্মেলনে (ব্যাংকক সম্মেলন) বাণিজ্য, পরিবহন, জ্বালানী, প্রযুক্তি, পর্যটন ও মৎস্য এই ৬টি ক্ষেত্রকে সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

## সহযোগিতার ক্ষেত্র

- ২০০৮ সালে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, দারিদ্র্য বিমোচন, সংস্কৃতি, সন্ত্রাসবাদ, যোগাযোগ, জলবায়ু পরিবর্তন কে যোগ করে মোট ১৪টি ক্ষেত্র করা হয়।

কিন্তু ২০২২ সালের সম্মেলনে ক্ষেত্রগুলোকে রিকসট্রাক্ট করে ৭টি তে  
নামিয়ে আনা হয়।

৭৭



Trade,  
Investment and  
Development



Environment  
and Climate  
Change



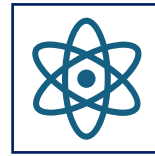
Security and  
Energy



Agriculture and  
Food Security



People-to-  
people Contact



Science, Technology  
and Innovation



Connectivity

## বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলো যেসব খাত ও উপখাতের নেতৃত্ব দিচ্ছে

দেশের নাম	খাত	উপ-খাত
বাংলাদেশ	বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন	ব্লু-ইকোনমি
ভুটান	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	মাউন্টেন ইকোনমি
ভারত	নিরাপত্তা	সন্ত্রাসবাদ ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি
মিয়ানমার	কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ
নেপাল	মানুষে মানুষে যোগাযোগ	সংস্কৃতি, পর্যটন, দারিদ্র্য বিমোচন
শ্রীলংকা	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন	প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন
থাইল্যান্ড	যোগাযোগ	

বিমসটেক সচিবালয় অবস্থিত

ঢাকা



বিমস্টেক  
মহাসচিব  
ইন্দ্র মনি পাণ্ডে



বিমস্টেক এর বর্তমান

সভাপতি – থাইল্যান্ড

পরবর্তী সভাপতি - বাংলাদেশ



• ~~২০০৫~~ সাল থেকে

উন্নয়ন সহযোগী ADB



---

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-

The BIMSTEC Free Trade Area

Framework Agreement (BFTAFA)

---



সর্বশেষ

সম্মেলন (৫ম)

শ্রীলংকা

৩০ মার্চ, ২০২২



5<sup>TH</sup> SUMMIT

BAY OF BENGAL INITIATIVE  
FOR MULTI-SECTORAL TECHNICAL  
& ECONOMIC COOPERATION  
COLOMBO, SRI LANKA  
30 MARCH 2022

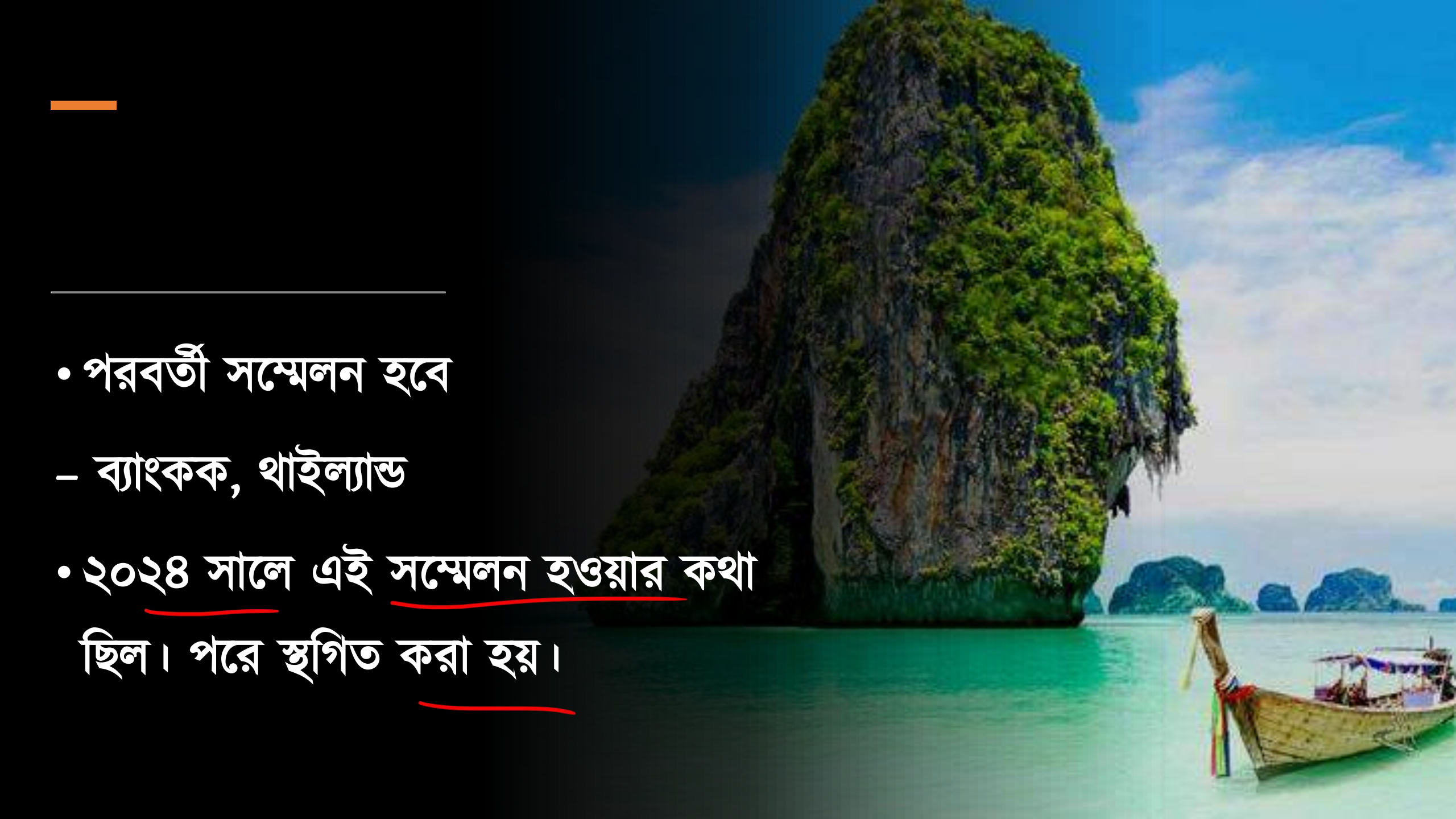


BIMSTEC - Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy Peoples

# Theme of 5<sup>th</sup> Summit

~~Towards a Resilient  
Region, Prosperous  
Economies, Healthy  
Peoples~~



- 
- পরবর্তী সম্মেলন হবে
    - ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
  - ২০২৪ সালে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। পরে স্বর্গিত করা হয়।

# Association of Southeast Asian Nations

- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক  
ও অর্থনৈতিক সংস্থা



## উদ্দেশ্য-

- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিস্ট প্রভাবের বাইরে রাখা।
- আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন করা।
- অভিন্ন অর্থনৈতিক জোট হিসাবে ভূমিকা পালন।

- ব্যাংকক ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়।
- ~~৮ আগস্ট~~, ১৯৬৭
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য - ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর,  
ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড

২২টি

বর্তমান সদস্য-১০ টি



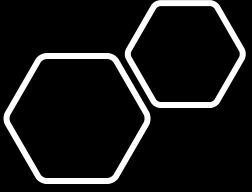
- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড,  
ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার।
- পূর্ব তিমুরকে ১১তম সদস্যপদ দিতে সদস্যদেশগুলো  
সম্মত হয়েছে।

সদর দপ্তর  
জাকার্তা



**Association of Southeast Asian Nations**





ASEAN + 3

চীন, জাপান, দক্ষিণ  
কোরিয়া

**The ASEAN**

**Free Trade**

**Area**

**(AFTA)**

---

স্বাক্ষর - ১৫

ডিসেম্বর ১৯৯৫

---

কার্যকর - ২৮ মার্চ

১৯৯৮

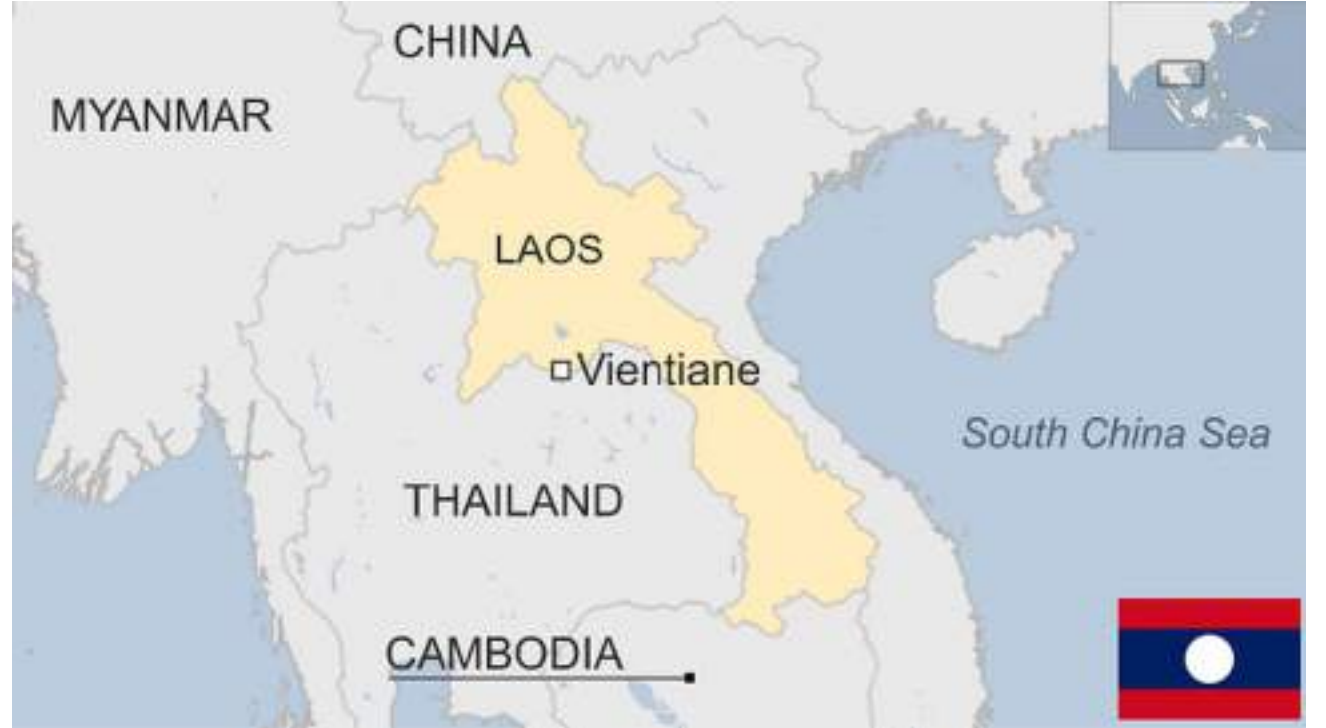
# সম্মেলন

- সর্বশেষ সম্মেলন - ৪৩তম: ৫-৭ সেপ্টেম্বর,  
২০২৩ জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)
- বর্তমান চেয়ারম্যান - ইন্দোনেশিয়া



পরবর্তী সম্মেলন -

লাওস



• এশীয়-প্রশান্ত

মহাসাগরীয় অঞ্চলের

অর্থনৈতিক জোট।



**Asia-Pacific  
Economic Cooperation**

---

# উদ্দেশ্য

সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য

সহযোগিতা বৃদ্ধি।

প্রতিষ্ঠা- ~~১৯৮৯~~

ক্যানবেরা

অস্ট্রেলিয়া



## সদস্য- ২১ টি

- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ১২টি (অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র)।
- পরবর্তীতে যোগ দেয়া দেশ: তাইওয়ান, চীন, হংকং, মেক্সিকো, পাপুয়া নিউগিনি, পেরু, চিলি, রাশিয়া ও ভিয়েতনাম।



সদর দপ্তর- কুইন্সটন, সিংগাপুর

সর্বশেষ সম্মেলন(৩৫তম)  
(নভেম্বর, ২০২৩) – যুক্তরাষ্ট্র



**APEC**  
CEO SUMMIT  
**USA 2023**

**Creating  
Economic  
Opportunity**

Sustainability. Inclusion. Resilience. Innovation.

# এপেকের পরবর্তী সম্মেলন

- পেরু – ২০২৪
- দক্ষিণ কোরিয়া – ২০২৫

Let's Recap.....

# Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)



# উদ্দেশ্য

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়  
অঞ্চলের পঞ্জী উন্নয়ন এবং দারিদ্র  
বিমোচন।

CIRDAP

প্রতিষ্ঠা: ৬ ~~জুলাই~~ ১৯৭৯

উদ্যোক্তা: FAO

সদর দপ্তর – ঢাকা  
(চামেলি হাউস)



সদস্য - ১৫

সর্বশেষ সদস্য - ফিজি

বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার,  
পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা,  
ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া,  
লাওস, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম,  
থাইল্যান্ড, ফিজি, ইরান,  
আফগানিস্তান

---

■ বর্তমান সভাপতি-  
চার্ডশেক ভিরাপদ

---



**SEACO**

---

The South East  
Asian Cooperation

---

মুসলিম দেশের  
অর্থনৈতিক জোট।

প্রতিষ্ঠা - জুন ২০১৯

উদ্যোক্তা- বাংলাদেশ

সদস্য সংখ্যা- (৫)

সদর দপ্তর  
ঢাকা

বাংলাদেশ

মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া

মালদ্বীপ

ব্রুনাই

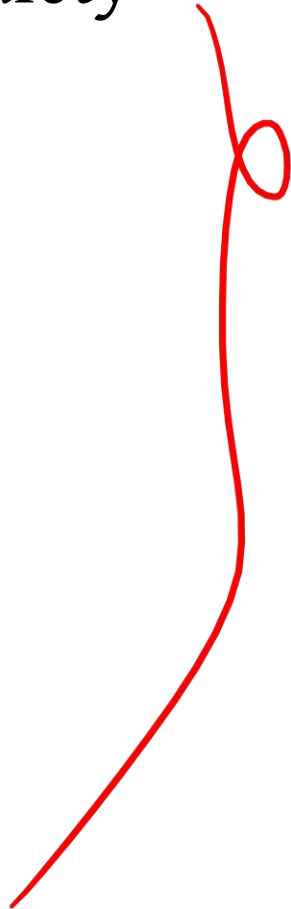
• মুসলিম উন্নয়নশীল দেশের  
অর্থনৈতিক জোট



D-8 Organization for Economic Cooperation

The D-8's main areas of focus include:

- Agriculture and food safety
- Trade
- Transportation
- Industry and energy
- Health
- Tourism



1997  
Bimster  
0-8

প্রতিষ্ঠা - ইস্তাম্বুল

১৯৯৭



• সদস্য সংখ্যা-৯

• বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া,  
ইরান, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া এবং  
আজারবাইজান (সর্বশেষ সদস্য)

• সদর দপ্তর: ইস্তাম্বুল

• বর্তমান মহাসচিব: ইসিয়াকা আবদুল কাদের ইমাম  
(নাইজেরিয়া)

• বর্তমান সভাপতি দেশ: বাংলাদেশ

• সর্বশেষ (১১ম) ডি-৮ সম্মেলন হয়: ১৯ ডিসেম্বর,  
২০২৪ (কায়রো, মিশর)

## ১১তম ডি-৮ সম্মেলনে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছে-

- **শুল্কমুক্ত বাণিজ্য:** বাংলাদেশের উদ্যোগে ডি-৮ সদস্য দেশগুলো শুল্ক কমানোর বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।
- **জলবায়ু তহবিল:** সম্মেলনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেয়, যা সদস্য দেশগুলো সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে।
- **খাদ্য নিরাপত্তা:** বাংলাদেশের কৃষি প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- **টেকসই উন্নয়ন:** টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক জোট

# G7

CANADA  
FRANCE  
GERMANY  
ITALY  
JAPAN  
UNITED KINGDOM  
UNITED STATES



৭ টি শিল্পোন্নত  
দেশ

*High Power*

জাপান

কানাডা

ফ্রান্স

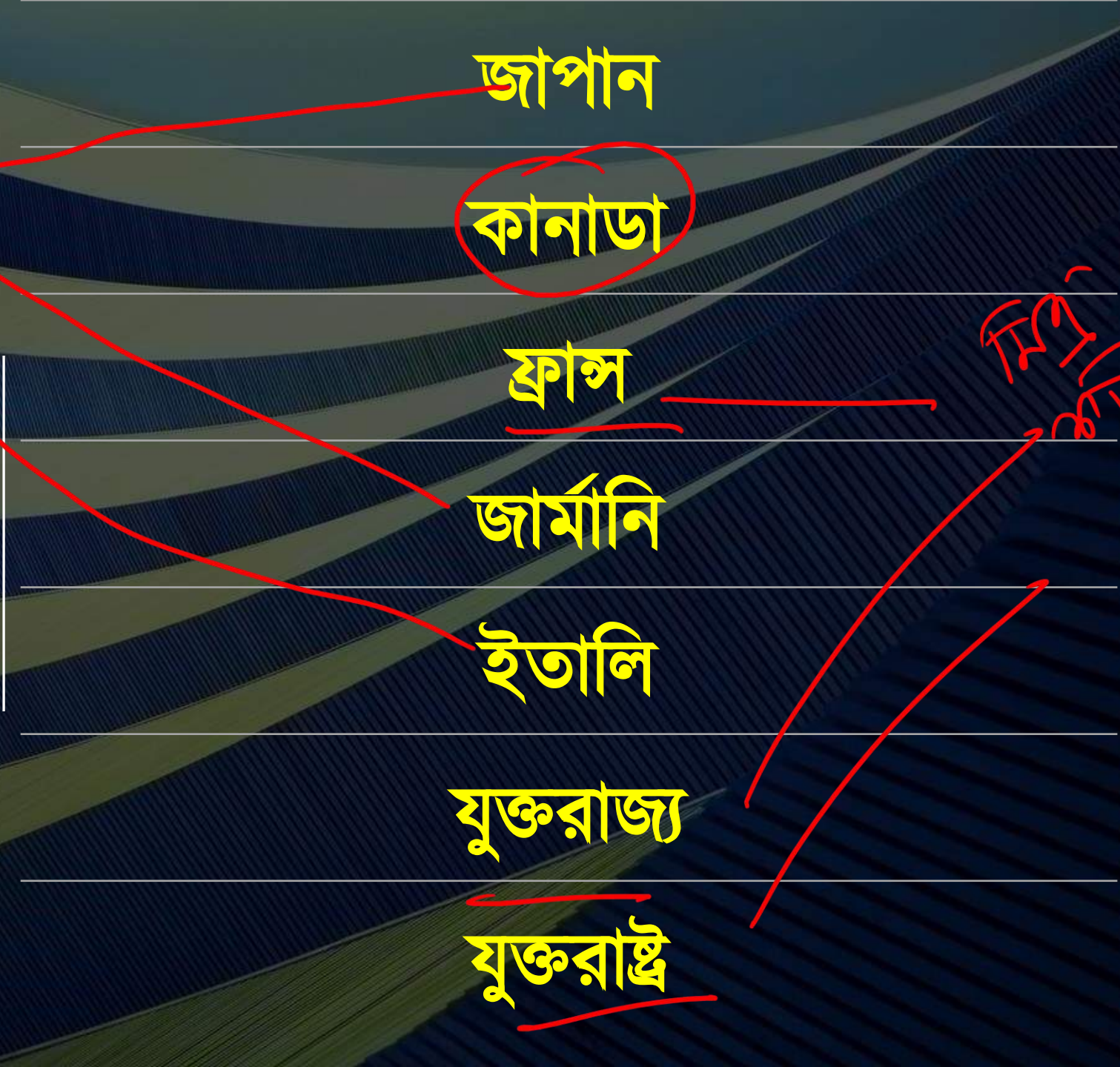
জার্মানি

ইতালি

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাষ্ট্র

*মহা শক্তি*



## G-7

- ১৯৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর ছয়টি দেশ মিলে করে জি-৬।
- ১৯৭৬ সালে কানাডা যুক্ত হয়ে গঠিত হয় জি-৭।

## G-7

■ ১৯৯৭ সালে রাশিয়া যুক্ত হয়ে নামকরণ করা হয়

জি-৮।

■ ২০১৪ সালে রাশিয়া বের হয়ে যায়। আবার

নামকরণ করা হয় জি-৭।

50<sup>th</sup> summit

আপুলিয়া, ইতালি

১৩ - ১৫ জুন ২০২৪



পরবর্তী সম্মেলন (৫১ তম) – কানাডা

(২০২৫)

G-77



Group of 77 & China  
Roma Chapter

জাতিসংঘের উন্নয়নশীল  
দেশগুলোর জোট

প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪

UNCTAD  
ECOSOC



প্রতিষ্ঠা করে-

• UNCTAD

• ECOSOC



সদস্য সংখ্যা

১৩৪

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-৭৭

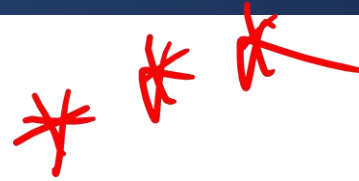
৬৭৭

৭৭



# G-77 সভাপতি

Uganda



চায়না সদস্য না

কিন্তু সদস্যদের সাহায্য  
করে।





G-77 এর মধ্যে অগ্রসরমান দেশ

প্রতিষ্ঠিত-~~১৯৭১~~

# G24 Members

Algeria

Egypt

Iran

Peru

Argentina

Ethiopia

Kenya

Philippines

Brazil

Gabon

Lebanon

South Africa

Colombia

Ghana

Mexico

Sri Lanka

Congo

Guatemala

Morocco

Syria

Ivory Coast

Haiti

Nigeria

Trinidad and Tobago

Ecuador

India

Pakistan

Venezuela

# স্বল্পোন্নত দেশ

- ১৯৬৪ সালে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে UNCTAD ৭৭টি দেশ নিয়ে G-77 গঠন করে।



## স্বল্পোন্নত দেশ

- দেশগুলোর মধ্যে যেসব দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পিছিয়ে দেশগুলো নিয়ে ECOSOC ১৯৭১ সালে LDC (Least Developed Countries) Group তৈরি করা হয়।

৪৬

• বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ: ৪৬টি

• দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে UNDP

• সর্বশেষ LDCs থেকে বের হওয়া দেশ- সাও তোমে প্রিন্সিপে

(২০২৪)

# ভবিষ্যতে গ্রাজুয়েট হবে

- বাংলাদেশ (২০২৬)
- নেপাল (২০২৬)
- লাওস (২০২৬)

# Committee for Development Policy (CDP)

- CDP প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে।
- এটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) একটি সহযোগী স্বাধীন ফোরাম।
- CDP স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অনুকূলে উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত নীতি পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- CDP'র সদস্য সংখ্যা ২৪।
- এই কমিটি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় নতুন অন্তর্ভুক্তি এবং তালিকা থেকে উত্তরণ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন দেশ চিহ্নিত করে।
- এ জন্য তিন বছর পরপর LDC-ভুক্ত দেশগুলোর ত্রিবার্ষিকে তালিকা মূল্যায়ন করা হয়।
- কোনো দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য CDP প্রথমে ECOSOC-এ সুপারিশ পাঠায়।
- এরপর ECOSOC তা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে (UNGA) অনুমোদনের জন্য পাঠায়।
- CDP'র চূড়ান্ত সুপারিশের তিন বছর পর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- The Group of Twenty  
Finance Ministers and  
Central Bank Governors



- জি২০ ভুক্ত দেশগুলোর আওতায় বিশ্ব অর্থনীতির ৮৫ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ।
- বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণও রয়েছে এসব দেশে।
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৯৯

• সদস্য - ২১ (২১)

Country → ১৭ + ২

• আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, ভারত, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আফ্রিকান ইউনিয়ন।

G-20 এর উদ্যোক্তা  
দেশ

ফ্রান্স





বর্তমান চেয়ারম্যান - লুই ইনাসিও

লুলা দ্যা সিলভা

• যে দেশের প্রেসিডেন্সি থাকে সেই দেশের  
রাষ্ট্রপ্রধান চেয়ারম্যান হন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট -

ব্রাজিল।



19<sup>th</sup> G-20

summit - 2024

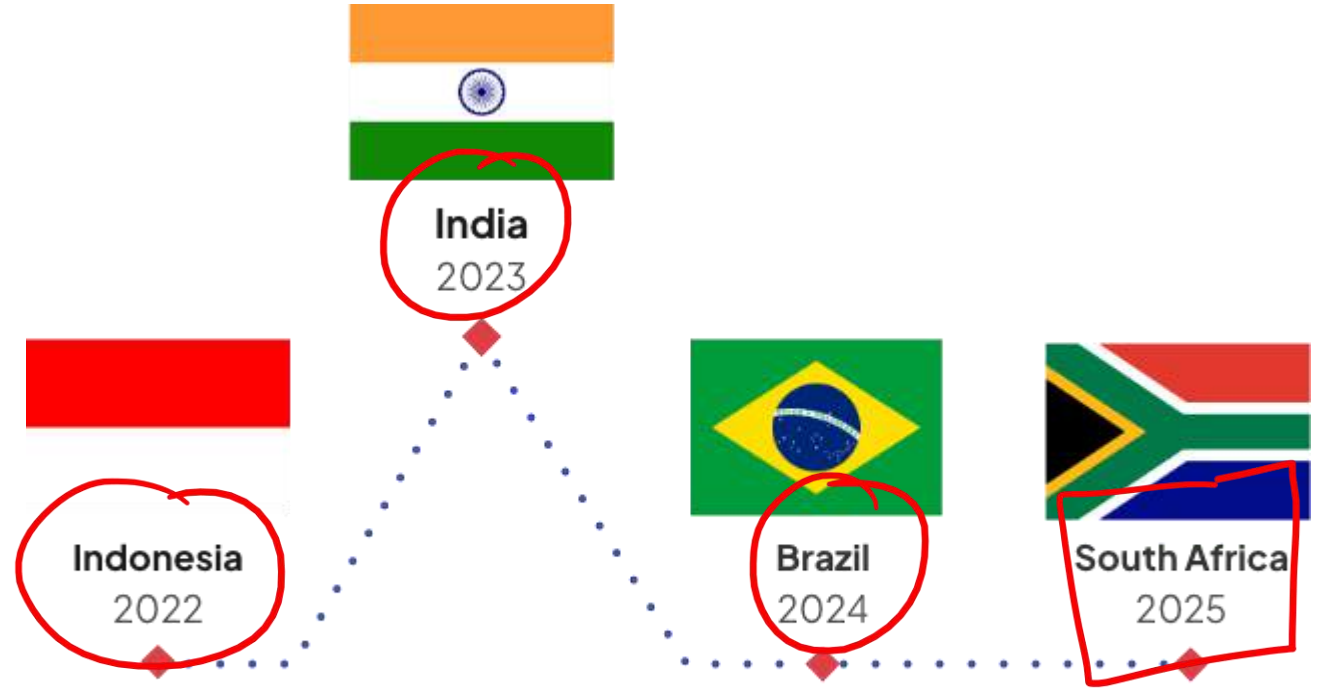
ব্রাজিল

G20  
BRASIL 2024

BUILDING A JUST WORLD  
AND A SUSTAINABLE PLANET

# পরবর্তী সম্মেলন

- 20<sup>th</sup> G-20 Summit-  
2025: South Africa



G20 Presidencies